গাংনীতে শুরু হয়েছে শহীদ শেখ রাসেল ফাউন্ডেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ

গাংনী উপজেলার ভোমরদাহ গ্রামে নির্মাণ করা হচ্ছে শহীদ শেখ রাসেল ফাউন্ডেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি নির্মাণ কাজ শেষ হলে শুরু হবে ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম। লেখাপড়ার সুযোগ পাবে এলাকার শিক্ষাবঞ্চিত অনেকের।

জানাগেছে,শহীদ শেখ রাসেল ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোঃ লিটন ইসলাম তার নিজ উদ্যোগ ও অর্থায়নে নির্মাণ করছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জমি ক্রয় শেষ করে দৃষ্টি নন্দন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। বিদ্যালয়টির নাম করন করা হয়েছে শহীদ শেখ রাসেল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির অনুমোদনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে লিটন ইসলাম জানান, আগে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলে কেন্দ্রীয় কমিটি এখানে এসে পরিদর্শন করে অনুমোদন দেবে। তার পরেই শুরু হবে বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম। এছাড়াও শহীদ শেখ রাসেল ফাউন্ডেশনের কমিটিতে যে সকল উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবক আছেন তারাই এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিযোগ পাবেন। এতে সংগঠনের মধ্যে শিক্ষিত যুবকের যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে অন্যদিকে এলকার অনেক শিশুই শিক্ষার সুযোগ পাবে। এখানে লেখা পড়া করতে কোনো টাকা পয়সা লাগবেনা। এমনকি শিক্ষক নিয়োগেও কোনো অর্থবানিজ্য করার সুযোগ নের্ই।
স্থানীয়রা জানায়, যেখানে বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হচ্ছে সেখান থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনেক দুরে। শিশুদের ওই স্কুলে পাঠাতে চাইলেও যেতে চাইনা শিশুরা। এখানে স্কুল নির্মাণ করা হলে এলাকার জন্য উপকার হবে।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিল জানান, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে এমন বিষয় আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি। তবে কোন প্রক্রিয়াতে হচ্ছে তা ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারি বিশ্বাসের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

শনিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর শহরের সাহাজী পাড়াস্থ নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরন করেন। মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ আব্দুল বারি বিশ্বাস পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মরহুমের মরদেহে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ মাসুদুল আলম মরহুমের মরদেহে জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন এবং পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এসময় মেহেরপুর পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। উপজেলা নির্বাহি অফিসার মাসুদুল আলম সালাম গ্রহণ করেন।এসময় বিহগলে করুন সুর বেজে ওঠে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সম্পাদক আবদুর রব বিশ্বাস, সাবেক উপজেলা কমান্ডার আবুল কাশেম, মুজিবনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাঁদু সহ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং সর্ব শ্রেণি-পেশার মানুষ জন উপস্থিত ছিলেন। পরে ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরে দাফন করা হয়।

মেহেরপুরের বারাদিতে শীতের কাপড় কেনার হিড়িক

দিনদিন শীতের প্রকোপ বাড়ছে। সেই সাথে গরম পোষাক কেনার হিড়িক পড়েছে। গত কয়েকদিন যাবত শীতের তীব্রতা কিছুটা বাড়ার সাথে সাথে

শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে ফুটপাতের ভাসমান কাপড়ের দোকানগুলোতে ভীড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি হাটে বিভিন্ন দোকানে ও রাস্তার পাশে ভাসমান রেডিমেট এসব দোকানির হাকডাকে জমে উঠেছে বিকিকিনির উৎসব।

লক্ষ্য করা গেছে, ফুটপাতের দোকানগুলোতে সস্তায় বিভিন্ন ধরনের গরম কাপড় বিক্রি করা হচ্ছে। মোটা গেঞ্জি, সোয়েটার, হাতা ও পা মোজা, টুপি, উলের চাদর, কম্বল ইত্যাদি কেনাবেচা হচ্ছে। ছোট বড় সব ধরণের শীতের পোষাক পাওয়া যাচ্ছে এসব দোকানে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে পছন্দের গরম কাপড় কিনতে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার শতশত নারী পুরুষ ভীড় জমাচ্ছেন এখানে। দেখা গেছে, ১৫০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে (সাইজ অনুযায়ী) কাপড়ের জ্যাকেট ও মোটা সোয়েটার বিক্রি করা হচ্ছে। প্রায় শতাধিক ভাসমান দোকান রয়েছে এখানে।

বেশ কয়েকজন ক্রেতা বলেন, এখানে কমদামে শীতের জামা কাপড় পাওয়া যাচ্ছে। শীতের প্রায় সবধরণের পোষাকই এখানে আছে। কিছুটা কমদামে পছন্দের এসব গরম কাপড় কিনতে পেরে তারা আনন্দ প্রকাশ করেন।

ভাসমান কয়েকজন দোকানি বলেন, তারা ঢাকার বিভিন্ন পাইকারি মার্কেট থেকে শীতের জামা কাপড় কালেকশন করেন। কিছুটা কমদামে ভালমানের এসব শীতের পোষাক বিক্রি করতে পারছেন তারা। প্রতিদিনই তারা নিত্য নতুন শীতের বিভিন্ন গরম কাপড় কালেকশন করছেন।

শীতের প্রকোপ বাড়ায় তাদের পোষাক বিক্রির ব্যস্ততা বেড়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায়, বারাদি বাজার ও এর আশপাশ ছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন হাট, বাজার ও জনসমাগম এলাকায় শতশত ভাসমান এসব দোকানে শীতের গরম পোষাক কিনতে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ ভীড় জমাচ্ছেন।

মেহেরপুরে মহিলা কাউন্সিলরসহ ছাত্র শিবিরের ১৮ কর্মী আটক

মেহেরপুরে নাশকতার পরিকল্পনা চলাকালিন সময়ে মহিলাসহ ১৮ জন শিবির সদস্যকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে শনিবার সন্ধায় মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়।

এসময় ৭টি সাইকেল তিনটি মটরসাইকেল বিভিন্ন ধরনের জিহাদি বই, ক্যালেন্ডার, টাকা তোলার রশিদ জব্দ করা হয়। আটককৃতরা হলো, মেহেরপুর পৌরসভার ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর শিউলি আক্তার(৩২), মেহেরপুর ৫নং ওয়ার্ডের আব্দুর ওহাব মন্ডল এর ছেলে মেহেদী হাসান (২২), সানোয়ার হোসেন এর ছেলে সাখাওয়াত হোসেন (২২), মেহেরপুর শহরের গড়পাড়ার মাহাবুবুল হাসানের ছেলে সৈয়দ জোবায়ের হাসান (১৫), হঠাৎ পাড়ার গিয়াস উদ্দীনের ছেলে আব্দুল্লাহ (১৮), নতুনপাড়ার লাল মিয়ার ছেলে হৃদয় (১৫), সেলিম রেজার ছেলে মাসুদ (১৫), মেহেরপুর শহরের তাতিপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে কামরুল ইসলাম নাহিদ (১৬), মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে আবুল কালামের ছেলে রাজু আহমেদ (২২), একই গ্রামের পোড়াপাড়ার আক্কাস আলির ছেলে আবুল হাসান (২২), মসজিদ পাড়ার রফিস উদ্দীন এর ছেলে মাহাবুব (১৮), আজিজুল হকের ছেলে ইকবাল হোসেন (১৮), সদর উপজেলার কানদেবপুর গ্রামে আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আবুল বাসার (২০), সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের আজিবার আলির ছেলে সাইদুল ইসলাম (১৯), আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে রোমান (১৪), গ্রামের বজলুর রশিদের ছেলে আবু জাফর (১৬), সদর উপজেলা কোলা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে খালিদ সাইফুল্লাহ (১৮), সদর উপজেলার কানদেবপুর গ্রামে আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আবুল বাসার (২০) সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের আবু তোরাফ ছেলে আল সাইফ (১৬)। এ ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী। এ সময় তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি একটি চৌকশ দল সন্দেহজনকভাবে একটি বাড়ি ঘেরাও করে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে নাশকতার পরিকল্পনা চলাকালিন ১৮ জন শিবির সদস্যকে আটক করা হয়। আটক শিবির সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, মহিলা কাউন্সিলর শিউলি খাতুন দির্ঘদিন ধরে ঐ ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে আসছে। বিভিন্ন সময় তার বাড়িতে শিবির সদস্যদের নিয়ে মিটিং হতো।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের মুজিবনগর পরিদর্শন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি কে.এম.হাফিজুল আলম মুজিবনগর পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার সকাল এগারোটার দিকে তিনি মুজিবনগর পৌছানোর পর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন কালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি মুজিবনগরের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ভর্তি কার্যক্রম বিষয়ক অবহিতকরন সভা

২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ট ও নবম শ্রেনীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম অবহিতকরন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার দুপুরে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মুজিবনগর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পৌকশলী

শামীমুল কবীরের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড.ওমর ফারুক।
বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম,কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মাহামুদুল নবী শামীম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)তৌফিকুর রহমান,মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক আলী হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন প্রমুখ।

উল্যেখ্য, ৫ তলা ভীত বিশিষ্ঠ ৫ তলা একাডেমিক ভবন ও ৪ তলা ভীত বিশিষ্ঠ ৪ তলা প্রশাসনিক কাম ওয়ার্কশপ ভবন এবং ১ তলা সার্ভিস এরিয়া নির্মানসহ আনুষাঙ্গিক বিদ্যুতায়ন,পয়ঃনিষ্কাশন ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ব্যাবস্থা জমি উচুকরন,আভন্তরীন রাস্তা নির্মান, সীমানা প্রাচীর, গেইট নির্মান কাজের চুক্তিমূল্য ১৬,০০,২৩,৮৭৭.৩৩ (১৬ কোটি তেইশ হাজার আটশত সাতাত্তর টাকা তেত্রিশ পয়সা)।

(

পাওনা টাকা আদায়ে বাবার লাশ আটক

ছেলের কাছে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য মৃত সিরাজ উদ্দিনের লাশ আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে প্রভাশালী শহিদুল মাস্টার, আদম ও ইয়ারুলের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পিরোজপুর ক্যাম্প পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতের লাশ উদ্ধার না করে প্রভাবশালীর পক্ষ নিয়েছে বলেও জানায় গ্রামবাসী।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী ও মৃত সিরাজ উদ্দিনের পরিবার জানায়, সাহাবুল ২ বছর পূর্বে বিদেশে যাবার জন্য ইয়ারুল ইসলামের কাছে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নেয়। করোনার কারণে ইয়ারুলকে বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হন সাহাবুল। সম্প্রতি ইয়ারুল টাকা ফেরত চান। ওই টাকা ফেরত না দিতে না পারার কারণে সাহাবুলের পিতা সিরাজ উদ্দিন ইয়ারুলের নামে একটি জমি এগ্রিমেন্ট করে দেন। ইয়ারুলের নামে এগ্রিমেন্ট করে দেওয়ার পর সিরাজ উদ্দিন তার এক নাতির নামে ওই জমি রেস্ট্রি করে দেন। পরে শুক্রবার দুপুরের দিকে সিরাজ উদ্দিন আকস্মিক মারা যান।

পরে আসরের নামাজের পর সিরাজের লাশ দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরপরই শহিদুল মাস্টার, আদম ও ইয়ারুলের নেতৃত্বে তাদের লোকজন সিরাজের লাশ আটকে দেয়। এ ঘটনার পর রাত ৮ টার দিকে সিরাজ উদ্দিনের ছেলেমেয়ের কাছে লিখিত নিয়ে লাশ দাফন করতে দেয়।

গ্রামবাসী জানান, পিরোজপুর ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে থাকলেও অজ্ঞতকারণে নিরব ভূমিকা পালন করে। লাশের ওয়ারিশদের কাছে থেকে জোরপূর্বক স্ট্যাম্প লিখে নিতে একটি পক্ষকে সহযোগিতা করেছে। পুলিশের এ নিরব ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে দাবি করেন মৃতের ছেলে সাহাবুলের। অভিযুক্ত আদম সাংবাদিকদের বলেন, মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলেরা এ টাকার জন্য জমি স্ট্যাপ করে দেবে তারপর লাশ আমাদের লোকজন ছেড়ে দেবে।

পিরোজপুর ইউনিয়ন ক্যাম্পের আইসি ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই তরিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আমি মেহেরপুর থানার ইনচার্জকে জানিয়েছি। তিনি বলেছেন- ওয়ারিশদের সাথে বসে মীমাংসা করতে। তিনি আরো বলেন, উভয় পক্ষের দোষ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মীমাংসা হবার জন্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দায়িত্ব নিয়েছেন। কাল (শনিবার) সকালে ইউনিয়ন পরিষদে বসে মীমাংসা হবে। আপাতত মৃতের ওয়ারিশের কাছ থেকে একটি লিখিত নিয়ে লাশ দাফন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহা দারা বলেন, বিষয়টি শুনেছি। মৃতের ওয়ারিশদের সাথে কথা বলে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে স্থানীয় ক্যাম্প ইনচার্জকে বলা হয়েছে।

সবজির বাম্পার ফলনেও হতাশ মেহেরপুরের চাষিরা

এম এফ রুপক

শীতকালীন সবজিতে বাম্পার ফলন হলেও হতাশ হয়ে পড়েছে মেহেরপুরের সবজি চাষিরা। উৎপাদন খরচের অর্ধেকও ফিরে পাচ্ছেন না চাষিরা। অনেকে জমি থেকে সবজি সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছেন। উৎপাদন খরচ ফিরে পেতে পাইকারি দরে বিক্রি না করে অনেকেই ফেরি করে বিক্রি করছেন সবজি। কেউ কেউ আবার নামমাত্র সংগ্রহ করে জমি চাষ করে ফেলছে।

বিশেষ করে পাতাকপি, ফুলকপি, ওল (বিট) কপি, মূলাতে বিঘা প্রতি ৫-৭ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষিদের। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের “ভেজিটেবল জোন” খ্যাত মেহেরপুরে চলতি বছরের শীত মৌসুমে সব ধরণের সবজির ব্যাপক ফলন হয়েছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ এর তথ্য অনুযায়ী এ বছর মধ্য অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার ২শ ৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজির চাষ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, পাতাকপি, ফুলকপি, ওল (বিট) কপি, মূলা, বেগুন, টমেটো, পালংশাক, শিম ইত্যাদি।

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরে এবার স্থানীয় বাজারগুলোয় চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত সরবরাহ থাকায় কমে গেছে শীতকালীন শাক-সবজির দাম। ফলে উৎপাদিত সবজির দাম কম পাওয়ায় হতাশ এ অঞ্চলের চাষিরা। ভালো দামে বিক্রি করতে না পেরে হতাশ বিক্রেতারাও।

গতকাল শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, পাতা কপি বিক্রি হচ্ছে ৩-৪ টাকা কেজি দরে এবং বিঘা প্রতি ৬-৭ হাজার টাকায়। ফুলকপির অবস্থা আরও খারাপ, বিক্রি হচ্ছে বিঘা প্রতি ৪-৫ হাজার টাকায়। ওল (বিট) কপি বিক্রি হচ্ছে ৩-৪ টাকা কেজি দরে এবং বিঘা প্রতি ৭-৮ হাজার টাকায়। মূলা বিক্রি হচ্ছে পাইকারি ৮-১০ টাকা কেজি, শিম বিক্রি হচ্ছে ৮ টাকা কেজি দরে। মাস খানেক আগেও এর চেয়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে এসব সবজি।

বর্তমানে প্রতিদিন মেহেরপুর থেকে অন্তত ১৮ থেকে ২০ ট্রাক সবজি দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত হচ্ছে। জমি থেকেও সবজি ট্রাক ভরে নিয়ে যাচ্ছে ফড়িয়া সবজি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু দাম না পাওয়ায় এ বছর লোকসানের মুখে পড়েছে চাষিরা। চাষিদের অভিযোগ, দিন-রাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সবজি ফলিয়ে খরচের অর্ধেক টাকাও তুলতে পারছেন না তাঁরা।

সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের রিপন আলী জানান, ৬ বিঘা জমিতে পাতাকপি, ২ বিঘা জমিতে ফুলকপি ও ১ বিঘা জমিতে শিম চাষ করেছিলা। প্রতিটি সবজিতে লোকসান হচ্ছে। ৬ বিঘা পাতা কপিতে প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, দাম পেয়েছি মাত্র ৫০ হাজার টাকা। এছাড়াও ২ বিঘার ফুলকপি ব্যবসায়ীরা কিনতেই চাচ্ছে না। ১ বিঘা শিমে বান ও অনান্যসহ প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ। কিন্তু পাইকারি দাম পাচ্ছি মাত্র ৮ কেজি, তাও অধিকাংশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের সবজি চাষি আমির হোসেন জানান, তিনি এ বছর ২৪ শতক জমিতে লাউয়ের আবাদ করেছিলেন। কিন্তু বন্যার পানিতে সেটা ডুবে গিয়েছিল। তারপর অন্যের জমি লিজ নিয়ে শিম, ওল কপি ও বেগুন চাষ করেছি। কিন্তু সেটাতেও দাম পাচ্ছি না। এখন জমি লিজ খরচ দেওয়ায় মুশকিল হয়ে দাড়িয়েছে।

কাঁচা বাজারের পাইকারি সবজি ব্যবসায়ী শাহিনুর রহমান জানান, তিনি প্রায় ১০০ চাষির মাঝে সবজি চাষে পুঁজি খাটিয়েছেন। তারা সবজি বিক্রি করেই টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু সবজির দাম না থাকায় এবার টাকা দাবি করতে পারছেন না। তিনি আরও বলেন, এবার বাম্পার ফলনেও চাষিরা উৎপাদন খরচ ফিরে পাচ্ছে না।

এছাড়াও মোসারেফ হোসেন নামের এক ফড়িয়া জানান, বেশি দামে চাষিদের কাছ থেকে সবজি কিনে রেখেছি। এখন বিক্রি করতে গিয়ে দাম পাচ্ছি না। মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, এ বছর আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মেহেরপুরে শীতকালীন সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে।

তবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় চাষিরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। মেহেরপুর ১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেন এমপি সাহেব আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অল্প সময়ের মধ্যেই মেহেরপুর একটি সবজি সংরক্ষনাগার তৈরি করা হবে। যদি এটা তৈরি হয়ে যায় তাহলে কৃষকরা বেশ উপকৃত হবে।

মেহেরপুরে ছাত্রদলের ৬টি ইউনিটের কমিটি গঠন

মেহেরপুরে ছাত্রদলের ৬টি ইউনিটের আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইউনিটগেুলো হচ্ছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা, গাংনী পৌর শাখা, মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ শাখা, মেহেরপুর পৌর শাখা ও মুজিবনগর উপজেলা শাখা।
সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইন ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন এসকল কমিটি অনুমোদন করেন।
ফাহিম আহনাফ লিংকনকে আহবায়ক করে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা, রেজাওয়ানুল হক ইমনকে আহবায়ক করে গাংনী পৌর শাখা, নাজমুল ইসলামকে আহবায়ক করে মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা, জুনাইদ আহমেদকে আহবায়ক করে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ শাখা, তৌফিক ইলাহিকে আহবায়ক করে মেহেরপুর পৌর শাখা এবং আকিব জাভেদকে আহবায়ক করে মুজিবনগর উপজেলা শাখা কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর পৌর শাখার ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ব্যতিত সকল কমিটি ২১ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে।

মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদে এক জরুরী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১৮ডিসেম্বর-২০ইং) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নূরুল আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুর আলমের সঞ্চালনায় মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব শতবর্ষ” উপলক্ষে সাহিত্য স্মারক গ্রন্থ্য “ঠিকানা” প্রকাশনার লক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক বনভোজন

সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভাতে সাহিত্য পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য যারা উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন- আতাউর রহমান, এম.সোহেল রানা, মোহাঃবরকত আলী, আবু লায়েছ লাবলু, রফিকুল ইসলাম, এস এম আসাদুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন আহমেদ, উবাইদুর রহমান, জি এফ মামুন লাকী, এনামুল হক, অধম মাসুদ, আবুল হাসেম, বদরুদ্দোজা বিশ্বাস প্রমুখ।